(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০২.১৯.৪০ তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৮
০৫ জুলাই ২০২১

বিষয়: **কোভিড-১৯ মহামারি বিবেচনায় ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়নে নির্দেশনা**

সরকারি অফিসসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২১ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ'র অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার মূল্যায়নের বিষয়ে (প্রমাণকসহ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ নির্দেশনা ইতঃপূর্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। সম্প্রতি সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির জুন, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত সভায় কোভিড-১৯ মহামারি বিবেচনায় ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ মূল্যায়নে কিছু নতুন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নির্দেশনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসকল সূচকের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই (অর্থাৎ অগ্রগতি শূন্য); সেসকল সূচক এপিএ মূল্যায়নে বিবেচনা করা হবেনা। এসকল সূচকের মোট বরাদ্দকৃত নম্বর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নম্বরের আনুপাতিক হারে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ'তে প্রাপ্ত নম্বর গণনা করা হবে। নিম্নে এরূপ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

উদাহরণ: ধরা যাক 'ক' মন্ত্রণালয়ের ৩টি সূচকে বর্ণিত কার্যক্রম কোভিড মহামারি বিবেচনায় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অর্জন করা সম্ভব হয় নাই অর্থাৎ অর্জন শূন্য। উক্ত তিনটি সূচকের বরাদ্দকৃত সর্বমোট নম্বর ৫। এক্ষেত্রে, উক্ত মন্ত্রণালয়ের এপিএ মূল্যায়ন করা হবে উক্ত তিনটি সূচকে সর্বমোট নম্বর বাদ দিয়ে, অর্থাৎ ১০০-৫= ৯৫ নম্বরে। এরপর উক্ত ৯৫ নম্বরে মন্ত্রণালয়টি যদি ৯০ পেয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে ১০০ তে কত পায়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ১০০ তে পায় ৯৪.৯৪। এই নম্বরটি হবে উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রাপ্ত চূড়ান্ত নম্বর।

খ) কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির কারণে কোনো সূচকে ধার্যকৃত সর্বনিম্ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অর্জিত হলে উপযুক্ত প্রমাণকের ভিত্তিতে ঐ সূচকের সর্বনিম্ন লক্ষ্যমাত্রা ও নম্বরকে ভিত্তি ধরে আনুপাতিক হারে নম্বর প্রদান করা হবে। নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

উদাহরণ: ধরা যাক কোনো সূচকের বরাদ্দকৃত নম্বর ২। উক্ত সূচকের অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা (১০০%) ছিল ৫০টি প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ ৫০ টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে পূর্ণ ২ নম্বর পাওয়া যাবে। উক্ত সূচকে চলতিমানের নিম্নে লক্ষ্যমাত্রা (৬০%) ছিল ২০টি প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ ২০ টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে ২ এর ৬০% নম্বর বা ১.২ নম্বর পাওয়া যাবে। কিন্তু কোভিডের কারণে উক্ত সূচকে মন্ত্রণালয়ের অর্জন ১০টি প্রশিক্ষণ। এক্ষেত্রে চলতিমানের নিম্নের লক্ষ্যমাত্রা (২০টি প্রশিক্ষণ) ও বরাদ্দকৃত নম্বর (১.২) হবে মূল্যায়নের ভিত্তি অর্থাৎ,

২০ টি প্রশিক্ষণ দিলে প্রাপ্ত নম্বর ১.২

সুতরাং, ১০ টি প্রশিক্ষণ দিলে প্রাপ্ত নম্বর (১.২X১০)/২০= ০.৬

গ) তবে উপরোল্লিখিত নির্দেশনা 'খ' প্রতিপালনে মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সরকারি অফিসসমূহ এপিএ-তে উল্লেখিত কার্যক্রমের মধ্যে থেকে (আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যে বর্ণিত কার্যক্রমসহ) সর্বোচ্চ ১০ নম্বরের কার্যক্রমকে যৌক্তিকতাসহ কোভিড-১৯ এর কারণে ব্যাহত হয়েছে মর্মে সুনির্দিষ্ট করতে পারবে। অর্থাৎ ১০০ নম্বরের এপিএ তে

সর্বোচ্চ ১০ নম্বরের ক্ষেত্রে ‘খ’ নির্দেশনা প্রয়োগের সুযোগ থাকবে; অবশিষ্ট ৯০ নম্বরের মূল্যায়ন ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনার আলোকে সম্পন্ন করতে হবে;

ঘ) যেহেতু ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ প্রণয়নের সময় কোভিড-১৯ মহামারি বিরাজমান ছিল এবং মহামারি ২০২০-২১ অর্থবছর সময়কালেই শেষ হওয়ার কোন ইংগিত ছিল না, সেহেতু ধরে নেয়া যায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব ও ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়েই নিজ নিজ এপিএ তে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। কাজেই ঢালাওভাবে মহামারির কারণে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়ার দাবি বিবেচনা করার কোনো সুযোগ নাই। তবে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের **দু'টি/একটি কাজ** যদি শুধু কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হয় কিংবা ৬০% লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম অর্জিত হয় এবং এসকল বিষয়ে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন থাকে শুধু সেসকল ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ‘ক’ ও ‘খ’ নির্দেশনা অনুসরণে এপিএ মূল্যায়ন করা হবে। এসকল লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিবেচনায় নিম্নলিখিত শর্তসমূহ অনুসরণ করা হবে:

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো নির্দেশনা কিংবা সানুগ্রহ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে;
- মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা কমিটি অথবা সচিব কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে কোনো লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা না গেলে; এবং
- কোভিড-১৯ মহামারি বিবেচনায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা/সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে;

২। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ২০২০-২১ অর্থবছরের স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন উপযুক্ত প্রমাণকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলের সময়সীমা **আগামী ২৯ জুলাই ২০২১ পর্যন্ত** বৃদ্ধি করা হলো। উক্ত প্রতিবেদনে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে উপরোল্লিখিত নির্দেশনার আওতায় যে সকল সূচকের নম্বর দাবি করা হয়েছে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩। এমতাবস্থায়, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করে ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ’র চূড়ান্ত মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্দেশনাসমূহ নিজ নিজ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

Roushan ara
৫-৭-২০২১

রওশন আরা লাবনী
উপসচিব (সংযুক্ত)
ফোন: ৪১০৫০১১০
ফ্যাক্স: ৯৫১৩৩০২
ইমেইল: pme_sec@cabinet.gov.bd

সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০২.১৯.৪০/১(৫)

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৮
০৫ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [ মাঠ প্রশাসনের অফিসসমূহকে নির্দেশনাটি অবহিতকরণের সদয় অনুরোধসহ]

২) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

৩) সচিব সমন্বয় ও সংস্কারের একান্ত সচিব, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ- সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

৪) ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অতিরিক্ত সচিব [সংস্কার] মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য

৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ [পত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]

Rowshan ara
৫-৭-২০২১
রওশন আরা লাবনী
উপসচিব (সংযুক্ত)